ধ্বনি ও বর্ণ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

(পরবর্তী অংশ)

১। প্রশ্ন : উষ্মবর্ণের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও কেন এইগুলি উষ্মবর্ণ ?
উত্তর । শ্,ষ্,স্,হ্ —এই চারটি বর্ণ উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসের মধ্যে উষ্মা বা তাপের সৃষ্টি হয়, সেইজন্য এই চারটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ বলে ।

২। প্রশ্ন : অন্তঃস্থ বর্ণ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । য্,র্,ল্,ব্ ----এই বর্ণগুলি স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মাঝে থাকে বলে এদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলে ।

৩। প্রশ্ন : অযোগবাহ বর্ণ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ) বর্ণ দুটি ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের যোগে বাহ বা প্রয়োগ নির্বাহ হয়ে থাকে । তাই ং ও ঃ বর্ণ দুটিকে অযোগবাহ বর্ণ বলে ।
যেমন - উ+ঃ=উঃ । ক+ং=কং ইত্যাদি ।

৪। প্রশ্ন : অযোগবাহ বর্ণের অপর নাম কি ?
উত্তর । অযোগবাহ বর্ণের অপর নাম আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ ।

Scanned with CamScanner

৫। প্রশ্ন : অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যেসব বর্ণের উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে না বের হয়ে কিছুটা নাক দিয়ে বের হয়, তাদের অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলে । যেমন - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (প্রতিটি বর্গের পঞ্চম বর্ণ) । ।

৬। প্রশ্ন : পার্শ্বিক ধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । বাংলায় 'ল' উচ্চারণের সময় জিহ্বার উভয় পাশ থেকে শ্বাসবায়ু বের হয় বলে, 'ল'কে বলে পার্শ্বিক ধ্বনি ।

৭। প্রশ্ন : কোন্‌টি কম্পনজাত ধ্বনি ? কেন ?
উত্তর । 'র্' কম্পনজাত ধ্বনি । কারণ 'র্' উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বাধা পেয়ে জিহ্বা বার বার কম্পিত হয়, তাই এটি কম্পনজাত ধ্বনি ।

৮। প্রশ্ন : তাড়নজাত ধ্বনি কোন্‌গুলি ? কেন এইগুলি তাড়নজাত ধ্বনি ?
উত্তর । তাড়নজাত ধ্বনি -- ড়্, ঢ়্ । কারণ এই বর্ণ দুটি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু জিহ্বাকে তাড়না করে ।

৯। প্রশ্ন : তরল স্বর কোন্ বর্ণগুলি ? কেন এইগুলি তরল স্বর ?
উত্তর । র্, ও ল্ হল তরল স্বর । কেননা এই বর্ণ দুটি উচ্চরণের সময় জিহ্বা থেকে সহজে নির্গত হয় বলে এই বর্ণগুলি তরল স্বর ।

Scanned with CamScanner

১০। প্রশ্ন : কোন্‌গুলি শিসধ্বনি ? কেন এইগুলি শিসধ্বনি ?
উত্তর । শ্‌, ষ্‌, স্‌ — এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণে শিস দেওয়ার একটি সাদৃশ্য আছে । তাই এইগুলিকে বলা হয় শিসধ্বনি ।

১১। প্রশ্ন : ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য লেখো ।
উত্তর । ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য —

ক) মুখে উচ্চারিত ক্ষুদ্রতম অংশ ধ্বনি ।
ধ্বনির লিখিত রূপ বর্ণ ।
খ) ধ্বনি বর্ণের উপর নির্ভরশীল নয় ।
বর্ণ ধ্বনির উপর নির্ভরশীল ।
গ) ধ্বনিমালার লিখিত রূপ নেই ।
বর্ণমালার লিখিত রূপ আছে ।
ঘ) বাংলায় ধ্বনিমালার সংখ্যা কম ।
বাংলায় বর্ণমালার সংখ্যা ধ্বনিমালার তুলনায় বেশি ।

১২। প্রশ্ন : বর্ণবিশ্লেষণ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যে সমস্ত বর্ণের যোগে কোনো শব্দ গঠিত হয়, সেইসব বর্ণকে পর পর আলাদা করে দেখানোকে বলা হয় বর্ণবিশ্লেষণ ।
যেমন- 'ভারত' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বর্ণ পাই ছয়টি ---
ভ্‌+আ+র্‌+অ+ত্‌+অ ।

Scanned with CamScanner

১৩। প্রশ্ন : অক্ষর বা দল কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর। অক্ষর হল একটি শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ একটা শব্দকে উচ্চারণ করতে গিয়ে যতটুকু ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, তাকে বলে অক্ষর বা দল। যেমন - 'কমল' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে দুটি ঝোঁক লাগে 'ক' এবং 'মল'।

Scanned with CamScanner